ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 161 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩১৭ ● কলকাতা ● ০৯ অগ্রহায়ন, ১৪৩২ ● বুধবার ● ২৬ নভেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

বনগাঁ থেকে ফেরার পথে বিক্ষোভের মুখে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

উত্তর ২৪ পরগনা: বনগাঁ থেকে ফেরার পথে বিক্ষোভের মুখে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়। পথ দুর্ঘটনায় মৃত যুবকের চোখ মর্গে খুবলে নেওয়ার অভিযোগে বিক্ষোভ। বারাসাত মেডিক্যাল কলেজে বিক্ষোভ, হঠাৎ চলে আসে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়। উপযুক্ত তদন্তের মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসে উঠল অবরোধ।২০২৬-এ পশ্চিমবঙ্গের ভোটের ফলাফল কী হয়, তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে গোটা দেশ। কারণ আগামী দিনে জাতীয় রাজনীতির ওপরও এর প্রভাব পড়তে বাধ্য। নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহের জুটি অঙ্গ-কলিঙ্গের পর এবার বঙ্গেও জয়ধ্বজা তুলতে সক্ষম হয়, না কি, ফের একবার বাংলায় এসে মমতা বন্দেয়াপাধ্যায়ের সামনে তাঁদের জয়রথ থমকে যায়, সেদিকে নজর গোটা দেশের।বারাসাতের নেতাজি নগরের বাসিন্দা বছর ৩৫ এর যুবকের গতকাল পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। এবং তাঁর দেহ ময়না তদন্তের জন্য বারাসাত মেডিক্যাল কলেজে রাখা হয়েছিল। এবং আজকে

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 124

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আর আমরা সারা জীবন ঐ মাটি থেকে আমাদের অস্তিত্ব আলাদা ভাবি, তবুও আমাদের জীবনের শেষে আমাদের শরীরকে স্বীকার করতে মাটির কোন সংকোচ হয় না। মানুষকে এইজন্যই মাটির পুতুল বলা হয়।"

"এই শরীররূপী মাটির পুতুল মাটি থেকেই নির্মিত হয় আর শেষে মাটিতেই মিশে যায়। এটাই মাটির অন্তিম সত্য।

ক্রমশঃ

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

ইভটিজিং আটকাতে গিয়ে রক্তাক্ত প্রধান শিক্ষক, তোলপাড় মানিকচক

পার্থ ঝা,মালদা

আড্ডাবাজ যুবকের হাতে আক্রান্ত প্রধান শিক্ষক। চাঞ্চল্য,মালদা জেলার মানিকচক ব্লকের এনায়েতপুরে ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদ করায় আক্রান্ত হলেন এক স্কুলের প্রধান শিক্ষক। ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। অভিযোগ, এনায়েতপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বদিউজ্জামান (কাগজে উক্তিতে বদরুজ জাহান) ইভটিজিংয়ের বিরোধিতা করায় জনা কয়েক বখাটে যুবকের হামলার মুখে পড়েন তিনি।জানা গেছে, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ প্রতিদিনের মতোই প্রধান শিক্ষক স্কুলে পৌঁছন। সেই সময় তিনি স্কুলের মূল গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎই লক্ষ্য করেন, গেটের ঠিক বাইরে চার থেকে পাঁচজন যুবক স্কুলের ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে অশালীন মন্তব্য করছে এবং বিভিন্নভাবে ইভটিজিং করছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এগিয়ে গিয়ে ওই যুবকদের স্কুলের সামনে থেকে সরে যেতে বলেন এবং ইভটিজিংয়ের কড়া প্রতিবাদ জানান।অভিযোগ, তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ইভটিজিংকারী যুবকেরা। তারা উলটে প্রধান শিক্ষকের ওপর চড়াও হয়। অভিযোগ, তাদের মধ্যে একজনের হাতে থাকা মোটরবাইকের চাবি দিয়ে প্রধান শিক্ষককে আঘাত করা হয়, ফলে তিনি রক্তাক্ত হন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে স্কুলের গার্ড ও কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে প্রধান শিক্ষককে রক্ষা করেন। সেই সময়ই ধাওয়া করে এক অভিযুক্ত যুবককে বাইক সহ আটক করে স্থানীয়রা মানিকচক থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন। প্রধান শিক্ষক জানান, “প্রতিদিনই কিছু বাইরের ছেলে স্কুলের সামনে আড্ডা দেয়। আজ ইভটিজিং করতে দেখে বাধা দিতেই তারা আমার ওপর চড়াও হয়। তাদের এ ধরনের কাজের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনায় ব্যাপক বিঘ্ন ঘটে।”এক স্থানীয় বাসিন্দা জানান, “প্রায় প্রতিদিনই এখানে কয়েকজন ছেলে আড্ডা মারে। আজ তাদের ইভটিজিং করতে দেখে প্রধান শিক্ষক ধমক দিতেই উলটে স্যার-এর ওপরে হামলা চালায়।”ঘটনার পর প্রধান শিক্ষকের পক্ষ থেকে মানিকচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত যুবককে জেরা করে বাকিদের খোঁজে তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় নিন্দার ঝড় উঠেছে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বাচন কমিশনকে তোপ অভিষেকের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

SIR নিয়ে তোলপার রাজ্য।বিশেষ নিবিড় সংশোধনের প্রতিবাদে মঙ্গলবার বনগাঁয় মিছিলে পা মিলিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার চাঁদপাড়া থেকে ঠাকুরবাড়ি পর্যন্ত প্রায় ৩ কিলোমিটার পথ হেঁটেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কর্মী সমর্থক থেকে মতুয়া সম্প্রদায়ের বহু মানুষ এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মিছিলে পা মিলিয়েছেন।নির্বাচন কমিশনের এই চিঠিতে গর্জে উঠেছেন অভিষেক। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, “১০ জন সাংসদের প্রতিনিধিদলের জন্য সময় চাওয়া হয়েছে। তারা ভারতের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি, ভারত সরকারের হাতে থাকা জাতীয় নির্বাচিত কমিশনের মট নয়। নির্বাচন কমিশনকে ‘স্বচ্ছ’ এবং ‘সৌহার্দ্যপূর্ণ’ হিসেবে চিত্রিত করা আসলে মুখোশ ছাড়া কিছুই নয়। যদি জাতীয় নির্বাচন কমিশন সত্যিই স্বচ্ছ হয়, তাহলে মাত্র ১০ জন সাংসদের মুখোমুখি হতে কেন ভয় পাচ্ছে কেন? খোলাখুলিভাবে সভা করুন। লাইভ টেলিকাস্ট করুন এবং অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস আপনার সামনে যে পাঁচটি সহজ, বৈধ প্রশ্নের উত্তর চেয়েছে তার উত্তর দিন। নির্বাচন কমিশন কি তার স্বচ্ছতা প্রমাণ করতে ইচ্ছুক, নাকি সে কেবল বন্ধ দরজার পিছনেই কাজ করতে পছন্দ

এরপর ৪ পাতায়

বাংলাদেশে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ চলছে, বাউল গ্রেফতারে উত্তাল বুদ্ধিজীবী, অধ্যাপক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলাদেশের বাউল শিল্পী আবুল সরকারের গ্রেফতারি ও জেল হেফাজতের ঘটনায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে সেদেশে। আবুল সরকারের বিরুদ্ধে করা মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, তিনি ইসলাম ধর্মের বিশ্বাসের অবমাননা করে এবং ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার উদ্দেশ্যে কটূক্তি করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে উসকানি দেওয়ার অপরাধ করেছেন।তদারকি সরকারের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা মোস্তাফা সরওয়ার ফারুকি একটি পোস্টে বলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বিষয়টি দেখছে। তবে এই ঘটনাকে তিনিও অত্যন্ত সংবেদনশীল ও স্পর্শকাতর বিষয় বলে মন্তব্য করেছেন। ইউনুসের প্রেস সচিব

শফিকুল আলম এই হামলাকে নিন্দনীয় বলে ব্যাখ্যা করেন।যদিও তাঁর ভক্ত-শিষ্যদের দাবি, পালাগানের নির্দিষ্ট একটি অংশ কেটে বিভ্রান্তিমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে।

বিশিষ্টজনেরা বলছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে মাজার ভাঙা, গানের আয়োজন বন্ধ করাসহ সাধনার ধারার সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের বিরুদ্ধে এসব ঘটনা গ্রহণযোগ্য নয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। বাউল আবুল সরকারের গ্রেফতারিকে ধিক্কার জানিয়ে একটি যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে চলতি তদারকি সরকারের কট্টর নীতির বিরুদ্ধে।

যৌথ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন প্রায় আড়াইশোর বেশি নাগরিক। তাঁদের অভিযোগ, হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকেই

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

বনগাঁ থেকে ফেরার পথে বিক্ষোভের মুখে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়

যখন ময়নাতদন্ত হয়, তারপরে পরিবারের সদস্যরা দেখতে পান, মৃত ওই যুবকের চোখ খুবলে নেওয়া হয়েছে। এরপর তাঁরা মর্গের সামনেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন। এবং এরপরেই তাঁরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। বিক্ষোভ করতে করতে তাঁরা বারাসাত মেডিক্যাল কলেজের সামনে চলে আসেন। সেইসময়ই মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় আসছিল, বনগাঁ থেকে ফেরার পথে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় তখন দাঁড়িয়ে যায়। কনভয়ের সামনে তাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তাঁরা বলেন যে, বারাসাত মেডিক্যাল কলেজের গাফিলতির জন্যই, মৃত যুবকের চোখ খুবলে নেওয়া হয়েছে। এরপর মুখ্যমন্ত্রী কনভয় দাঁড় করিয়ে দেন। এবং মৃতের আত্মীয়ের সঙ্গে তিনি কথা বলেন। এরপর তিনি বলেন যে, কী কারণে চোখ খুবলে নেওয়া হয়েছে ? সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হবে, পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে, বলে আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি মৃত যুবকের মাকে চাকরি দেওয়া হবে। প্রথমে তাঁকে মাসিক ১০ হাজার টাকা করে বেতন দেওয়া হবে। পরবর্তীতে তাঁকে স্থায়ী পদে নিয়োগ করা হবে, এই আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রায় ১০-১৫ মিনিন মুখ্যমন্ত্রী মৃতের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন। তারপর মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় কলকাতার দিকে রওনা দেয়।

এবার হুঁশিয়ারি শোনা গেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায়

বছর ঘুরলেই বিধানসভা ভোট। তার আগে যখন বিজেপির টার্গেট পশ্চিমবঙ্গ, তখন পাল্টা গুজরাত ও দিল্লির প্রসঙ্গ টানলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পাশাপাশি, বনগাঁর জনসভা থেকে বিধানসভা ভোট শেষ হলেই, '২৯-এর লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি শুরুর বার্তাও দিলেন তিনি। পাল্টা, জবাব দিয়েছে বিজেপি। বনগাঁর মতুয়াগড়ে প্রথমে জনসভা। তারপর মিছিল! এসআইআর নিয়ে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে তীব্র সংঘাতের মধ্যেই এবার হুঁশিয়ারি শোনা গেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায়।

'আমাকে আঘাত করলে, সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, দিল্লি কেড়ে নেব, আগামি ভোটে গুজরাত হারবে'

বিজেপির নজর যখন বাংলার দিকে তখন পাল্টা গুজরাত ও দিল্লির প্রসঙ্গ টানলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,চিরকাল সরকারে কেউ থাকে না, ২০২৯ খুব ভয়ঙ্কর, সেদিন কোথায় পালাবে, জায়গা ঠিক করে রেখে দাও, আমাকে আঘাত করলে, সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব। দিল্লি কেড়ে নেব। আগামি ভোটে গুজরাত হারবে।'পাল্টা কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছে বিজেপি।

শুভেন্দু বলেন, 'আগে ভবানীপুর জিতুন, তারপর দিল্লি...। আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা ভোট। তারপর, ২০২৯-এ ফের লোকসভা নির্বাচন। মঙ্গলবার বনগাঁর জনসভা থেকে বিধানসভা ভোট শেষ হলেই, '২৯-এর লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি শুরুর বার্তা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ভোটের পর আমিও দেশটা চষে বেড়াব।

(2 পাতার পর)

বাংলাদেশে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ চলছে, বাউল গ্রেফতারে উত্তাল বুদ্ধিজীবী, অধ্যাপক

ধর্মীয় উত্তেজনা বাড়ছে। মৌলবাদীরা আবার দেশে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এই কট্টরবাদীদের একাংশ নিজেদের ইসলামের একমাত্র রক্ষক বলে মনে করছে। এই অংশ বারেবার জনআবেগকে উসকে দিচ্ছে। যাতে দেশে একটা নৈরাজ্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে, হিংসার ধরনগুলি সন্দেহাতীতভাবে একটি ধর্ম-সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে চলছে। প্রায় ২০০ মন্দির ধ্বংস, ব্যক্তিকে মুর্তাদ, কাফের অথবা শাতিম বলে ঘোষণা করে দেওয়া। ফসল নষ্ট বা পুড়িয়ে দেওয়া, বাউল-ফকিরদের জোর করে চুল কেটে দেওয়া, মহিলাদের হেনস্তা কিংবা পোশাক নির্বাচন করে দেওয়া এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেমন নাচ, গান, নাটক, খেলা ও মেলা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে।

আসলে এই ধরনের চক্রান্ত চলছে একটি বিশেষ ধর্মকে এই দেশ থেকে বিলোপ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে এমন বহু শিক্ষাবিদ আছেন, যাঁরা হাসিনা সরকারের কাজকর্মেরও সমালোচক ছিলেন। যেমন- অধ্যাপক অনু মহম্মদ ও অধ্যাপক সালিমুল্লা খান। বিশিষ্টজনদের অভিযোগ, আইন রক্ষাকারীরাও এই সন্ত্রাস বন্ধ করতে ব্যর্থ। বিশিষ্টজনরা ছাড়াও আইন সহায়তার সমাজসেবী সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র পৃথক একটি বিবৃতি জারি করেছে। পাশাপাশি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ আরও একটি বিবৃতি জারি করেছে। কবি ও সমাজকর্মী ফারহাদ মাজহার, যিনি ঢাকার প্রতিবাদসভায় হাজির ছিলেন, তিনি এই ঘটনাকে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর কথায়, সরকারকে গ্রেফতার করা মানে আমায় গ্রেফতার করা। আমি এটা মেনে নেব না। প্রসঙ্গত মাজহারও শেখ হাসিনা আওয়ামি লিগের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন।

ভাটপাড়ায় বিএলওকে হুমকি বিজেপির! ৩দিন কাজ বন্ধ, সরব তৃণমূল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বারাকপুর: ভাটপাড়ায় বিএলওকে হুমকি ও হেনস্থার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। এসআইআর মিটে গেলে বাড়িতে থাকতে না দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার ঘটনাটি জানাজানি হতেই তীব্র উত্তেজনা এলাকায়। সরব হয়েছেন তৃণমূল নেতারা। এদিনই তারা নির্বাচন কমিশনকে বিষয়টি জানিয়েছেন। মহকুমাশাসক সৌরভ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'অভিযোগ হলে অবশ্যই তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্কু পাণ্ডে বলেন, "বিজেপি এসআইআরের সর্মথন করে। তাই এমনটা করার প্রশ্নই নেই। ওই বুথে আমাদের বিএলএ তাঁর এক আত্মীয়ের মৃত্যুর জন্য এলাকায় নেই। সেই সুযোগে বিএলও বাড়ি বাড়ি না গিয়ে এক জায়গায় বসে এসআইআরের কাজ করছে। সাধারণ মানুষ এই ঘটনার প্রতিবাদ করেছিল। তাই, পরিকল্পনা এখন তৃণমূলের নেতারা এমনটা করিয়েছে।"ভাটপাড়ার ২ নম্বর ওয়ার্ডের ১ নম্বর পার্টের বিএলও-র দায়িত্ব পেয়েছেন শৈলেন্দ্র চৌধুরী। অভিযোগ, বিজেপির কিছু কর্মী তাঁকে হুমকি দিয়েছেন। ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে রেজিস্টার। আতঙ্কে বিএলও এসআইআরের কাজ করতে পারেননি জানিয়ে সরব হয়েছেন তৃণমূল নেতা তথা ভাটপাড়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান দেবজ্যোতি ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, "বিজেপির যিনি বিএলও'র বাড়িতে গিয়ে হুমকি দিয়েছেন, উনি ওই বুথের ভোটারও নন। তাই স্বাভাবিক ভাবেই মনে হচ্ছে এটি বিজেপির সংগঠিত অপরাধ। আতঙ্কে ৩ দিন বিএলও এসআইআরের কাজ করতে পারেনি। ফলে মানুষের মধ্যে ধন্দ তৈরি হয়েছে। এনিয়ে আমরা নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে কথা বলেছি।" বিএলও জানিয়েছেন, "বিজেপির সঞ্জিত রায় নামে একজন আমাকে হুমকি দিয়ে রেজিস্টার নিয়ে তথ্য নেয়। এরজন্য রেজিস্টার খাতার পৃষ্ঠা ছিঁড়ে গিয়েছে। রাতেও বাড়িতে এসে সে হুমকি দিয়েছে। ঘটনাটি ইআরও'কে জানিয়েছি।"

সম্পাদকীয়

কেন হঠাৎ মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষোভ সিইও-র দিকে?

দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে আগেই মোদী সরকারের 'ইয়েস স্যার' বলে কটাক্ষ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর নিশানায় রাজ্যের সিইও মনোজ আগরওয়ালও।

যদিও বিকেলে সাংবাদিক বৈঠকে সিইও মনোজ আগরওয়াল পরোক্ষে সব অভিযোগ খারিজ করে জানান— কমিশন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। তাঁর কথায়, 'ডেটা এন্ট্রি-র কাজে চুক্তিভিত্তিক কর্মী রাখা যায় না।এদিন বনগাঁর সভা থেকে রাজ্যের সিইও-কে 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়' বলে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ইলেকশন কমিশনের এখানে আর একটা জুটেছে ছোটবাবু!ছোট স্যার! যিনি তো বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়, শাড়ির চেয়ে গামছা!"

মমতার দাবি, এই 'ছোট স্যার' নাকি ফোন করে বুথ লেভেল অফিসারদের (BLO) হুমকি দিচ্ছেন—'জেলে ঢুকিয়ে দেব, চাকরি খেয়ে নেব!' সেই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কটাক্ষ, 'পাঁচ মাস পরেই রিটায়ারায়ার্ড করবে, সে নাকি চাকরি খাবে! আমার লোকেদের চাকরি খাওয়ার ক্ষমতা তার আছে?'

এরপরই বিএলওদের উদ্দেশে আশ্বস্তের সুর মুখ্যমন্ত্রীর, 'যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ বিশ্বাস। অত সস্তার নই আমরা।'

একই সঙ্গে সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা, 'ড্রাফ্ট লিস্ট বেরোক, আমরা খতিয়ে দেখব। পাড়ায় পাড়ায় সাহায্য করব। কারও কাস্ট সার্টিফিকেট না থাকলে সরকার পাশে থাকবে। একজন জেনুইন ভোটারকেও বাদ পড়তে দেব না।'

সূত্র অনুযায়ী, সোমবারের লেখা চিঠিতে কমিশনের দু'টি সিদ্ধান্ত নিয়ে তীব্র প্রশ্ন তুলেছিলেন মমতা। অভিযোগ— কমিশন কি বিশেষ কোনও রাজনৈতিক দলকে সুবিধা দিচ্ছে? কারণ হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী তুলে ধরেন ডেটা এন্ট্রি অপারেটর ও সফটওয়্যার ডেভেলপার নিয়োগের প্রস্তাব। তাঁর বক্তব্য, জেলা অফিসগুলিতে আগে থেকেই কর্মী আছে। তাহলে বাইরে থেকে এত জনকে নিয়োগের প্রয়োজন হল কেন?

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(সতেরোতম পর্ব)

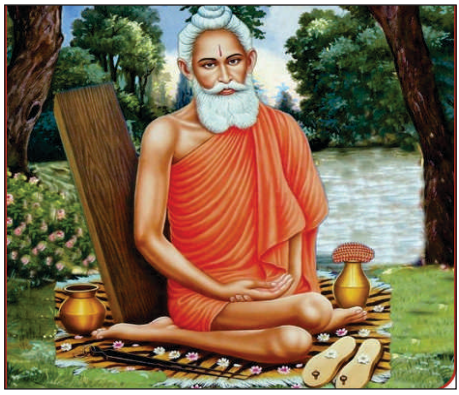

কথা; কষ্টের কথা আমাকে বলতে। ওদের দুঃখের কথা আমি শুনি বলেই; আমার কাছে ওদের যত আবদার, অধিকার। সংসারের কঠিন পথ চলতে চলতে ওরা ক্ষতবিক্ষত; ওদের বিশ্বাস আমিই ওদের দুঃখ দূর করে দিতে পারি"।বাবার শিষ্যদের নিয়েও আছে অনেক গল্প। ফরিদপুর জেলার পালং থানার মহিসা গ্রামে রজনীকান্ত চক্রবর্তীর জন্ম। ঢাকা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বাচন কমিশনকে তোপ অভিষেকের

করে?" এর আগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনে দু'বার চিঠি দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য ছিল বিএলওদের উপর অমানবিক চাপের অভিযোগ আনা হচ্ছে।

মতুয়াদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েই এদিন মিছিলে মুখ্যমন্ত্রী। তার মধ্যেই এল বড় খবর।

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক X হ্যান্ডেলে টুইট করে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এক চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে তৃণমূলের যে ১০ জন সাংসদ নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করতে চেয়ে যে প্রস্তাব রাজ্য পাঠিয়েছিল তা মঞ্জুর হয়েছে। তবে ১০ জন নয়, ৫ জন প্রতিনি ইধি গিয়ে কথা বলতে পারেন। তবে ১০ জন নয়, নির্বাচন কমিশন আগামী ২৮ নভেম্বর দিল্লির নির্বাচন সদনে তৃণমূলের ৪ সাংসদের সঙ্গে বৈঠক করতে সম্মত হয়েছে। কমিশন জানিয়েছে যে কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করতে তাঁরা প্রস্তুত। সেই সঙ্গে তৃণমূলকে নির্দেশ দেওয়া হয়ে ৫ সাংসদের নাম পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ভূতডামরের বর্ণ অক্ষোভ্যের ন্যায় নীল বা কৃষ্ণ। ইঁহার মূর্তি ভীতিপ্রদ ও জ্বালামালাকুল। ইনি একমুখ এবং চতুর্ভুজ। দুইটি প্রধান-ভুজে ভূতডামর-মুদ্রা প্রদর্শন করেন।

অপর দক্ষিণ হস্তে উদ্যত বজ্র ধারণ করেন এবং অপর হামে তর্জনী-মুদ্রা প্রদর্শন করেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

অকুপেশনাল সেফটি, হেলথ অ্যান্ড ওয়ার্কিং কন্ডিশন কোড, ২০২০

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর ২০২৫

(চতুর্থ পর্ব)

উদ্যোক্তা ও ব্যবসার বিস্তারকে উৎসাহিত করে, ফলে, কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়।

২. কেন্দ্রীয় সরকার ফ্যাক্টরি, খনি, ডকওয়ার্ক, বিড়ি-সিগার, বিল্ডিং ও অন্যান্য নির্মাণ কাজ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য কর্মস্থল সংক্রান্ত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য-বিধির মানদণ্ড সারা দেশের জন্য অভিন্নভাবে নির্ধারণ করবে। বর্তমানে একই শিল্পের জন্য বিভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন মানদণ্ড প্রযোজ্য। কোড অনুযায়ী, এই মানদণ্ড সারা দেশে একরূপ হবে। একীকৃত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য মানদণ্ড শ্রমিকদের সুরক্ষা বাড়ায়, সব রাজ্যে সমতা নিশ্চিত করে এবং কর্মপরিবেশকে আরও নিরাপদ ও ন্যায়সঙ্গত করে তোলে।

৩. চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক - কোর ও নন-কোর কার্যক্রমের সংজ্ঞা: বিশ্বায়নের ফলে, চাকরির ক্ষেত্রে লিবারালাইজেশন, কন্ট্র্যাকচুয়ালাইজেশন, ক্যাজুয়ালাইজেশন এবং বিপুল অস্থায়ী কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। বিদ্যমান কনট্রাক্ট লেবার অ্যাক্ট, ১৯৭০ অনুযায়ী নিয়োগকর্তারা অস্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক চাকরি তৈরি করতে নানা সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হন। একই সঙ্গে, চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সামাজিক সুরক্ষা ইত্যাদি সুবিধা নিশ্চিত করাও জরুরি। গ্লোবালাইজেশনের সময়ে অস্থায়ী চাকরি কর্পোরেট জগতে বাস্তব হয়ে দাঁড়িয়েছে। বহু মানুষ এবং সংস্থা অস্থায়ী নিয়োগকে প্রথম পছন্দ হিসেবে বিবেচনা করছে। OSH কোডে কোর এবং নন-কোর কার্যক্রম স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে এবং নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে নিয়োগকর্তাদের কোর কার্যক্রমেও চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগের নমনীয়তা দেওয়া হয়েছে -

(a) প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যপ্রণালী এমন যে, উক্ত কাজ সাধারণত কনট্রাক্টরের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়; অথবা

(b) কাজের প্রকৃতি এমন যে, পূর্ণকালীন কর্মী নিয়োগের প্রয়োজন হয় না - দৈনিক কাজের অধিকাংশ সময় বা দীর্ঘ সময়ের জন্য সম্পূর্ণ শ্রমিকের প্রয়োজন হয় না; অথবা

(c) কোর কার্যক্রমে হঠাৎ কাজের চাপ বৃদ্ধি পেলে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা সম্পন্ন করা আবশ্যক হলে।

এছাড়াও, কোন কার্যক্রম কোর নাকি নন-কোর - এই সংক্রান্ত বিরোধ নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

কোর ও নন-কোর কার্যক্রমের মধ্যে পরিষ্কার বিভাজন থাকায় শ্রমিকদের তাদের কাজের প্রকৃতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা মিলবে এবং কাজ বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে আরও নমনীয়তা পাওয়া যাবে।

৪. চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক সম্পর্কিত বিধান প্রযোজ্যতার সীমা ২০ থেকে বাড়িয়ে ৫০ জন করা হয়েছে। এর ফলে, যেসব ঠিকাদার ৫০ জনের কম চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ করেন, তাঁদের আর লাইসেন্সের প্রয়োজন হবে না। সীমা বৃদ্ধি পাওয়ায় ছোট ঠিকাদারদের ওপর অতিরিক্ত বিধিনিষেধের চাপ কমবে, ছোট ব্যবসার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে, আর বড় প্রতিষ্ঠানে কাজ করলে শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত থাকবে।

৫. কারখানার লাইসেন্স পেতে প্রযোজ্য শ্রমিকসংখ্যার সীমা বাড়ানো হয়েছে। বিদ্যমান ব্যবস্থায় বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী কারখানার জন্য সীমা ১০ থেকে বাড়িয়ে ২০ এবং বিদ্যুৎবিহীন কারখানার জন্য ২০ থেকে বাড়িয়ে ৪০ করা হয়েছে। এছাড়া, কারখানা নির্মাণ বা সম্প্রসারণের অনুমতি দিতে ৩০ দিনের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সময়সীমার মধ্যে অনুমতি না দিলে deemed permission পাওয়ার বিধান রাখা হয়েছে।

ঝুঁকিপূর্ণ প্রক্রিয়াসম্পন্ন কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য সাইট অ্যাপ্রাইজাল কমিটিকে সুপারিশ দিতে ৩০ দিনের নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সময়বদ্ধ অনুমোদন ব্যবস্থার ফলে কারখানা স্থাপন ও সম্প্রসারণ সহজ হবে, বিলম্ব কমবে, শিল্পোন্নয়ন দ্রুত হবে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে।

এই বিধান ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষভাবে উপকারী, যারা দেশের বৃহত্তম কর্মসংস্থানদাতা। ছোট ইউনিটগুলোর জন্য নিয়মকানুন সহজ হওয়ায় তারা উৎপাদন বাড়াতে উৎসাহিত হবে, ফলে আরও বেশি আনুষ্ঠানিক চাকরি তৈরি হবে যেখানে শ্রমিকরা পূর্ণ OSH সুবিধা যেমন EPFO ও ESIC-এর আওতায় আসতে পারবেন।

৬. ইমপ্রুভমেন্ট নোটিস এবং অপরাধের অপরাধমুক্তিকরণ : নির্দিষ্ট কিছু লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে ফৌজদারি শাস্তি (যেমন কারাদণ্ড) বাতিল করে দেওয়া হয়েছে এবং তার পরিবর্তে বেসামরিক শাস্তি (যেমন আর্থিক জরিমানা) প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোনো আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আগে নিয়োগকর্তাকে বাধ্যতামূলকভাবে ৩০ দিনের উন্নয়ন-নোটিস দেওয়া হবে, যাতে তিনি আইন লঙ্ঘনের বিষয়টি সংশোধন করতে পারেন। এটি ন্যায়সংগত প্রক্রিয়া নিশ্চিত করে, নিয়োগকর্তাকে

ক্রমশঃ

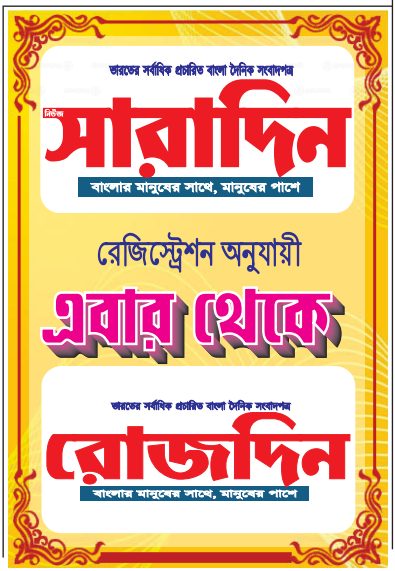

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে
চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ড কোথায় নিয়ে দাঁড় করাবে বাংলাদেশকে

(দ্বিতীয় পর্ব)

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান তখন ডায়াসে যান এবং সবাইকে ট্রাইব্যুনালের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার অনুরোধ করেন। তারপর যখন আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ ঘোষণা করা হয়, তখন কাউকে আর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে দেখা যায়নি।

চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম: বিশ্বের যেকোনো আদালতে এই অপরাধের একই সাজা হবে

এই মামলার রায় 'সাজানো' বলে আগে থেকেই বলে আসছিলেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতারা। তবে রায়ের পর ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম দাবি করেছেন, তাঁরা যে সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়েছেন, পৃথিবীর যেকোনো আদালতে একই শাস্তি হতো।

তিনি আরও বলেন, 'যে ধরনের সাক্ষ্যপ্রমাণ এই আদালতে উপস্থাপিত হয়েছে, বিশ্বের যেকোনো আদালতের স্ট্যান্ডার্ডে এই সাক্ষ্যপ্রমাণগুলো উতরে যাবে এবং পৃথিবীর যেকোনো আদালতে এই সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করা হলে আজ যেসব আসামিকে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে, তাঁরা প্রত্যেকেই একই শাস্তিপ্রাপ্ত হবেন।'

মৃত্যুদণ্ড শেখ হাসিনার উপযুক্ত বিচার: আখতার হোসেন

ট্রাইব্যুনালের প্রথম রায়ের প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার পর সন্তোষ জানিয়ে তিনি বলেন, 'শহীদ পরিবার, যাদের ক্ষতি কোনো কিছু দিয়ে পূরণ হবে না, তাদের সামনে অন্তত একটা ন্যায়বিচারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছি। এ জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা।'

দেশবাসীর প্রতি আহ্বান সংযত থাকতে, ভারতকে আহ্বান শেখ হাসিনাকে ফেরত দিতে:

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রায়টিকে ঐতিহাসিক অভিহিত করে সর্বস্তরের জনগণকে শান্ত, সংযত ও দায়িত্বশীল থাকার আহ্বান জানিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। এই রায়ের গভীর তাৎপর্য উপলব্ধি করে অন্তর্বর্তী সরকার সর্বস্তরের জনগণকে শান্ত, সংযত ও দায়িত্বশীল থাকার আহ্বান জানাচ্ছে।

ন্যায়বিচার হয়েছে, এই রায় সামনের দিনের জন্য একটা উদাহরণ: সালাহউদ্দিন আহমদ

সরকারের বিবৃতিতে আরও বলা হয়, রায়-পরবর্তী সময়ে কোনো ধরনের উচ্ছৃঙ্খলা, উত্তেজনাপ্রসূত আচরণ, সহিংসতা বা আইনবিরোধী কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার জন্য সবাইকে বিশেষ অনুরোধ জানানো হচ্ছে। জনগণের, বিশেষ করে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদদের স্বজনদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত এই রায়কে ঘিরে জনমনে স্বাভাবিকভাবেই আবেগ সৃষ্টি হতে পারে। তবে সেই আবেগের বশবর্তী হয়ে যেন কেউ জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করে, এমন কোনো পদক্ষেপ না নেয়, সরকার এ বিষয়ে দৃঢ়ভাবে সবাইকে সতর্ক করছে।

'যেকোনো ধরনের অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা বা জনশৃঙ্খলা ভঙ্গের চেষ্টা কঠোরভাবে দমন করা হবে,' এমন হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয় বিবৃতিতে।

এদিকে শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালকে হস্তান্তরের জন্য ভারতের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে বলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়। তাতে বলা হয়, 'মানবতাবিরোধী অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত এই ব্যক্তিদের দ্বিতীয় কোনো দেশ আশ্রয় দিলে তা হবে অত্যন্ত অবন্ধুসুলভ আচরণ এবং ন্যায়বিচারের প্রতি অবজ্ঞার শামিল। আমরা ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই, তারা যেন অনতিবিলম্বে দণ্ডপ্রাপ্ত এই দুই ব্যক্তিকে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করে।'

দুই দেশের মধ্যে থাকা প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুসারে দুজনকে হস্তান্তর করাটা 'ভারতের জন্য অবশ্যপালনীয় দায়িত্বও বটে' বলেও উল্লেখ করা হয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে।

অন্তর্বর্তী সরকার এর আগেও শেখ হাসিনাকে হস্তান্তর করার জন্য ভারতের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিল। তবে তাতে নয়াদিল্লি সাড়া দেয়নি। এর মধ্যে শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন। দলীয় নানা কর্মসূচিতে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রচারও চালাচ্ছেন তিনি।

বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের রাজনীতিতে শুধু আইনগত অধ্যায় নয় — এটি এমন একটি সংকট ও প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্রে দাঁড়িয়েছে যা ভবিষ্যতের ভোট-পরিস্থিতি, অর্থনীতিক গতিপথ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

নিচে বিশ্লেষণ দেওয়া হলো:

১. আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া:

ভারত: রায়ের পর ভারত সরকার "রূপকার্যকরভাবে প্রতিক্রিয়া" জানিয়ে বলেছে যে তারা বাংলাদেশে সব স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে "নির্মাণকারী অংশীদারিত্ব" বজায় রাখতে চায়।

আদেশ ও আইনগত সীমাবদ্ধতা: ভারতের আইনে রাজনীতি-লোভী মামলা বা হত্যা শাস্তি থাকা মামলায় উদ্ধারের ক্ষেত্রে স্বীকৃতি দেওয়া বাধ্যতামূলক নয়। বিশেষত যদি অভিযোগকে রাজনৈতিকভাবে পরিচালিত বলে ধরা হয় বা মৃত্যু দণ্ডের সম্ভাবনা দেখা যায়।

জাতিসংঘ ও মানবাধিকার সংস্থা গুরত্ব: বিশ্লেষকদের মতে, ইউএন ও অন্যান্য মানবাধিকার সমিতি প্রাণদণ্ডের মূহূর্ত এবং প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করতে পারে। CNA বিশ্লেষণে বলা হয়েছে এটি "দেশের ভাঙ্গন

ক্রমশঃ

সিনেমার খবর

দুটি ছবি থেকে বাদ, তবুও নিজের অবস্থানে অটল দীপিকা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন সম্প্রতি হারপার্স বাজার ইন্ডিয়ার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে প্রকাশ করেছেন পরপর দুটি ছবিতে বাদ পড়ার পেছনের কারণ এবং কাজের ঘন্টা নিয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি। 'স্পিরিট' এবং 'কল্কি ২৮৯৮' ছবিতে নাম কাটার পর শুরু হওয়া বিতর্ক এখনও চর্চার বিষয়।

দীপিকা জানান, 'মাতৃত্ব আমার জীবনে সবকিছু বদলে দিয়েছে। তুমি যখন একজন মা হবে, তখনই বুঝতে পারবে। এখন আমি অনেক বেশি শ্রদ্ধা করি মায়েদের। নতুন মায়েদের কাজে ফিরে আসার সময় আরও সমর্থন দেওয়া উচিত।'

শিল্পীদের ৮ ঘণ্টার কাজের প্রয়োজন নিয়ে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'অতিরিক্ত সময় কাজকে আমরা একটি স্বাভাবিক অঙ্গ হিসেবে ধরে নিই। কিন্তু শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য দিনে ৮ ঘণ্টা কাজ যথেষ্ট। আপনি যদি সুস্থ থাকেন, তবেই সেরাটা দিতে পারবেন। একজন ক্লান্ত ব্যক্তিকে দিয়ে কখনোই ভালো কাজ করানো সম্ভব নয়।' দীপিকা আরও বলেন, 'আমার অফিসে সোমবার থেকে শুক্রবার ৮ ঘণ্টা কাজ করি। পিতৃত্ব এবং মাতৃত্ব উভয়কেই সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিশুদের কর্মক্ষেত্রে নিয়ে আসার বিষয়টিও ভারতবর্ষে স্বাভাবিক করা উচিত।'

২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সন্তান দুয়াকে জন্ম দেওয়ার পর দীপিকা কিছুদিন কাজ থেকে বিরতি নেন। পুনরায় কাজে ফেরার সময় তার জন্য কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। তবে দুই ছবি থেকে বাদ পড়ার পরেও তিনি শাহরুখ খানের 'কিং' ছবিতে ব্যস্ত, পাশাপাশি আল্লু অর্জুনের বিপরীতে অ্যাটলি কুমার পরিচালিত AA22 x A6 ছবিতেও কাজ করছেন।

রাজস্থানে শুটিং চলাকালীন অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচেছিলেন বিবেক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডে 'সাথিয়া', 'কোম্পানি', 'প্রিন্স' ও 'মস্তি'র মতো জনপ্রিয় ছবিতে অভিনয় করলেও দীর্ঘ সময় শিল্পজগৎ থেকে দূরে ছিলেন বিবেক ওবেরয়। কর্মজীবনের শুরুতেই সম্ভাবনাময় অভিনেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা বিবেক একসময় নানা বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। তবে ক্যারিয়ারের প্রারম্ভেই এমন একটি ভয়াবহ ঘটনা ঘটে, যা তার জীবনে দাগ কেটে গেছে। আর মাত্র একচুলের ভুলেই প্রাণ হারাতে পারতেন তিনি।

ঘটনাটি ২০০২ সালের। রাজস্থানে শুটিংয়ের কাজে গিয়ে বিকানের থেকে জয়সালমেরের পথে ছিলেন বিবেক। মাঝরাতে ফাঁকা, মসৃণ রাস্তা দেখে গাড়ি চালক গতি বাড়িয়ে দেন। বিবেক আপত্তি জানালেও চালক তা শোনেননি। কিছুক্ষণ পর ক্লান্তিতে চোখ লেগে আসে অভিনেতার।

হঠাৎ বিকট শব্দে গাড়ি থেমে যায়। ঘুম ভেঙে চোখ মেলতেই তিনি দেখেন গাড়ির সামনের কাচ ভেঙে একটি লোহার রড মাথার ঠিক ওপরে এসে ঢুকে আছে। মাত্র কয়েক ইঞ্চি এদিক-ওদিক হলেই সেই রড তার বুকে গেঁথে যেতে পারত। অল্পের জন্যই রক্ষা পান তিনি।

বিবেক জানান, উটবোঝাই একটি গাড়ি থেকে বেরিয়ে থাকা লোহার রডই এই দুর্ঘটনার কারণ ছিল। সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার পর তিনি আর কখনও রাতে দীর্ঘ যাত্রা করতে চান না।

অভিনেতার কথায়, 'মরেই যেতাম সেদিন, আক্ষরিক অর্থেই মৃত্যু আমার মাথার ওপরে ছিল।'

সবাই ছেড়ে চলে যাচ্ছে: অমিতাভ বচ্চন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

একের পর এক স্বজনবিয়োগ। পুরনো সম্পর্কগুলো যেন আলগা হয়ে যাচ্ছে। শনিবারই প্রয়াত হন অভিনেত্রী কামিনী কৌশল। সেই দেশভাগের সময় থেকে বচ্চনদের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক ছিল তার। অভিনেত্রীর প্রয়াণে শনিবার শোকপ্রকাশ করেন বলিউড কিংবদন্তি অমিতাভ বচ্চন। কিছু দিন আগে অভিনেতা বিরক্তি প্রকাশ করেছেন অসুস্থ ধর্মেন্দ্রের ভিডিও প্রকাশ্যে আসা নিয়ে।

এবার কামিনী কৌশলের চলে যাওয়ায় শোকপ্রকাশ করে লেখেন, "একে একে সকলে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন।"

কামিনী কৌশলের দিদির সঙ্গে অমিতাভের মায়ের নাকি সখ্য ছিল। দেশভাগের সময় থেকে একে অপরের শুভানুধ্যায়ী তারা। অমিতাভ তার পোস্টে কামিনীর জীবনের একটা অধ্যায় তুলে ধরে লেখেন, "কামিনীজির দিদি আমার মায়ের খুব কাছের বন্ধু ছিলেন। তারা সহপাঠী ছিলেন। সেই সময় তারা সমমনস্ক একটি গোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন। ওর দিদি দুর্ভাগ্যজনক ভাবে এক দুর্ঘটনায় মারা যান এবং তখনকার প্রথা অনুযায়ী, এমন অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে মৃত দিদির স্বামীকে বিয়ে করতে হয় তাকে (কামিনীকে)।"

অমিতাভ তার পোস্টে উল্লেখ করেন, কামিনী অত্যন্ত প্রতিভাবান একজন শিল্পী। তার মৃত্যুতে যেন একটা যুগের অবসান হল। একজন শিল্পী হিসাবে নয়, বরং মায়ের সম্পর্কিত এই আত্মীয়বিয়োগ যেন পীড়া দিচ্ছে অমিতাভকে। কামিনীর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন শাহেদ কাপুর, কিয়ারা আদভানির মতো নতুন প্রজন্মের তারকারাও।

মেসির চোখ এখনও বিশ্বকাপে!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আর্জেন্টাইন ফুটবল মহাতারকা লিওনেল মেসি ২০২৬ বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। বয়স এবং শারীরিক সক্ষমতা যে তার সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেটিও তিনি পরিষ্কারভাবে স্বীকার করেছেন। তা সত্ত্বেও জাতীয় দলে নিজের সর্বোচ্চটা দিতে তিনি এখনও আগ্রহী। সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে মেসি এসব কথা বলেন।

মেজর লিগ সকার (এমএলএস) ক্লাব ইন্টার মায়ামির সঙ্গে চুক্তি নবায়নের পরও অবসরের কোনো ইঙ্গিত দেননি ৩৮ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড। ২০২৮ পর্যন্ত নতুন চুক্তি করেছেন মেসি। তার এই ঘোষণা আসন্ন বিশ্বকাপ আয়োজক দেশগুলোর (যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডা) ফুটবল বাজারে ইতোমধ্যেই বড় প্রভাব ফেলেছে।

এনবিসি নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মেসি বলেন, বিশ্বকাপে থাকতে পারা অসাধারণ কিছু। আমি চাই সেখানে থাকতে, চাই সম্মানজনকভাবে দলকে সাহায্য করতে। তবে আমি প্রতিদিন দেখে বুঝব, শরীর কেমন আছে। প্রিসিজন শুরু হলে বোঝা যাবে আমি নিজের শতভাগ দিতে পারব কি না।

মেসির আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার প্রায় দুই দশকের। ২০০৪ সালে বার্সেলোনার হয়ে পেশাদার ফুটবলে অভিষেকের পর তিনি পিএসজি ও পরে ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেন। কিন্তু ব্যক্তিগত ও ক্লাব পর্যায়ে অসংখ্য সাফল্য সত্ত্বেও একসময় জাতীয় দলের হয়ে বড় শিরোপা তার নাগালের বাইরে ছিল। সেই শূন্যতা দূর হয় ২০২১ সালের কোপা আমেরিকা জয় এবং ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনাকে নাটকীয়ভাবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন করার মাধ্যমে।

মেসি বলেন, এটাই ছিল আমার জীবনের স্বপ্ন ছিলো। কোপা আমেরিকা জয়ের পর বিশ্বকাপ ছিল একমাত্র বাকি থাকা অর্জন। অবশেষে সেটা সম্ভব হওয়া আমার জন্য অবিশ্বাস্য।

২০২৬ বিশ্বকাপ মেসির জন্য হবে সম্ভাব্য ষষ্ঠ আসর, যদি তিনি অংশ নেন। এমন নজির ফুটবল ইতিহাসে অত্যন্ত বিরল। যদিও বয়স ও ম্যাচ ফিটনেস নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে, মেসির অভিজ্ঞতা ও খেলার মান তাকে এখনো আর্জেন্টিনার পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে রাখে।

ফুটবল বিশ্লেষকদের মতে, মেসি স্কোয়াডে থাকলে তার ভূমিকা হয়তো পরিবর্তিত হবে, হয়তো পুরো ম্যাচ খেলার পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে মাঠে নামবেন। তবে নেতৃত্ব, দৃষ্টি, এবং ম্যাচ-পরিবর্তনকারী দক্ষতার কারণে তাকে উপেক্ষা করা কঠিন।

ইতালিকে স্তব্ধ করে ২৮ বছর পর বিশ্বকাপে হালান্ডের নরওয়ে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নরওয়ে ১৯৯৮ সালের পর প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের মূলপর্বে উঠে গেল। সান সিরোতে তারা ইতালিকে ৪-১ গোলে হারিয়ে পরের বছরের বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করেছে। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত হবে আগামী আসর।

নরওয়ে গ্রুপ আই থেকে সব ম্যাচ জিতে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকে। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল গ্রুপের প্রথম স্থান ধরে রাখা। নরওয়ে নয় গোলের ব্যবধানে হারলে ইতালি এগিয়ে যেত। কিন্তু নরওয়ে সে পর্যন্ত খেলাটা যেতেই দেয়নি।

দলের বড় তারকা আর্লিং হালান্ড আবারও জ্বলে উঠেছেন। তিনি দুই মিনিটের ব্যবধানে দুই গোল করেন। এই দুই গোলেই নরওয়ের জয় নিশ্চিত হয়। বাছাইপর্বে হালান্ড ১৬ গোল করেছেন। এই কারণে তাকে এখন বিশ্বকাপের সবচেয়ে আলোচিত খেলোয়াড়দের একজন ধরা হচ্ছে।

ইতালির শুরুটা ভালো ছিল। পিও এসপোসিতো শুরুতে একটি গোল করেন। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে খেলার ছবি পাল্টে যায়। নুসা সমতায় ফেরান। এরপর হালান্ড গোল করেন। পরে স্ট্রান্ড লারসেন চতুর্থ গোল দিয়ে বড় জয় নিশ্চিত করেন।

ইতালিকে এখন প্লে-অফ খেলতে হবে। তারা নরওয়ের থেকে ছয় পয়েন্ট পিছিয়ে থেকে গ্রুপ শেষ করেছে। সান সিরোতে কিছু দর্শক শেষ পর্যন্ত থেকেও দলকে বিদায়ী বাঁশি দিয়ে বিদায় জানায়। ইতালির সাম্প্রতিক সময় ভালো যাচ্ছে না। গত দুটি বিশ্বকাপেও তারা বাছাই পর্ব পেরোতে পারেনি। এবারও তারা কঠিন পরীক্ষার সামনে পড়ে গেল।

রোনালদোকে ছাড়াই বিশ্বকাপে পর্তুগাল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে ছাড়াই আর্মেনিয়াকে ৯-১ গোলে উড়িয়ে দিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করল পর্তুগাল। পোর্তোতে গ্রুপ এফ-এর শেষ ম্যাচে এই বড় জয় আসে। ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেন ব্রুনো ফার্নান্দেজ ও জোয়াও নেভেস।

হাঙ্গেরির সঙ্গে ড্র ও আয়ারল্যান্ডের কাছে হারের পর এই ম্যাচই ছিল পর্তুগালের সামনে শেষ সুযোগ। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে টানা সপ্তমবারের মতো বিশ্বকাপে জায়গা করে নেয় তারা।

খেলার শুরু থেকেই পর্তুগাল আক্রমণাত্মক ছিল। সপ্তম মিনিটেই প্রথম গোল আসে। এরপর রামোস প্রতিপক্ষের ভুলের সুযোগ নিয়ে দ্বিতীয় গোল করেন। মাঝমাঠ থেকে নেভেস তৃতীয় গোলটি করেন। পরে অসাধারণ ফ্রি-কিকে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন তিনি।

ফার্নান্দেজ পেনাল্টি থেকে পর্তুগালের পঞ্চম গোল করেন। বিরতির পরও তিনি গোল করেন। পরে আরও একটি পেনাল্টি থেকে হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন। নেভেসও হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন। শেষ দিকে কনসেইসাও নবম গোল করে বড় জয় নিশ্চিত করেন।

এদিকে রোনালদো এই ম্যাচে লাল কার্ড দেখার কারণে নিষিদ্ধ ছিলেন। সরাসরি লাল কার্ড আর অশোভন আচরণের কারণে তার ওপর নেমে আসতে পারে বড় নিষেধাজ্ঞা। যার ফলে ২০২৬ বিশ্বকাপের কিছু ম্যাচেও নিষিদ্ধ থাকতে পারেন রোনালদো। তাকে ছাড়া দল কী করতে পারে, আর্মেনিয়ার বিপক্ষে যেন তারই প্রমাণ দিল পর্তুগাল।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR